বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা, চুয়াল্লিশতম খণ্ড, গ্রীষ্ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩/জুন ২০২৬
DOI: https://doi.org/10.64298/jasbbn.v44i.005

পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইনসভায় নারী (১৯৪৭-৭০) : একটি রাজনৈতিক অধ্যয়ন

আসমা উল হুসনা*

সারসংক্ষেপ

পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইনসভায় নারীদের সরাসরি নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিল না। যদিও সংবিধানে নারীদের সরাসরি নির্বাচনে অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল। কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতার কারণে তাদের এ অংশগ্রহণ ছিল কম। প্রাদেশিক আইনসভায় সংরক্ষিত আসন ব্যতীত কোনো নারী সদস্য ছিল না। তবে আইনসভায় নারী সদস্য কম হওয়া সত্ত্বেও কার্যক্রমের দিক থেকে তাদের উপস্থিতি ছিল সরব। তারা বাজেট আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তর পর্বে আংশ গ্রহণ করেছেন, বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ে সরব থেকেছেন, প্রয়োজনে স্পিকারের সাথে বিতর্কেও জড়িয়েছেন। এর মধ্যদিয়ে নারীর রাজনৈতিক ভূমিকা বৃদ্ধি পেলেও তার প্রকৃত ক্ষমতায়ন হয়নি। আইনসভায় সরাসরি নির্বাচিত নারী সদস্য না থাকা, সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যদের ক্রুটিপূর্ণ মনোনয়ন পদ্ধতি এবং মন্ত্রীসভায় তাদের অনুপস্থিতি প্রভৃতি কারণে তারা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আইনসভায় উথাপন করলেও তা বাস্তবায়ন হয়েছে কম। এছাড়া সমগ্র পাকিস্তান শাসনামলে সংসদীয় গণতন্ত্র চর্চার অভাবে জাতীয় রাজনীতি ও নিজ স্বার্থ সংরক্ষণে প্রাদেশিক আইনসভায় নারীর কার্যকর ভূমিকা ছিল কম ।

চাবি শব্দ: পূর্ব বাংলা, নারী, প্রাদেশিক আইনসভা, পাকিস্তান, রাজনৈতিক অধ্যয়ন।

ভূমিকা

আইনসভায় নারীর অংশগ্রহণ প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনীতিতে লিঙ্গসমতা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ সমতা একজন নারীকে নিজ সম্প্রদায়ের অধিকার আদায় এবং বৃহত্তর অর্থে জাতি গঠনে অবদান রাখতে সহায়তা করে। আইনসভায় নারী সদস্যরা নিজ সম্প্রদায়ের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গসমতা সর্বোপরি নারীর ক্ষমতায়নের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়। আইনসভায় নারীর সাফল্য তাকে সামাজিক অনিয়ম ও পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতাকে চ্যালেঞ্জ করতে সাহস যোগায়। ফলে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর প্রতিনিধিত্ব এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ একটি স্থিতিস্থাপক, ন্যায়সংগত এবং সমৃদ্ধ সমাজ গঠনের অপরিহার্য শর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। জাতিসংঘ এখন বলছে, সরকারে অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ কাঠামোতে বা আইনসভায় নারীর অংশগ্রহণ মানে আবশ্যিকভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের তালিকা বদলে দেওয়া, লৈঙ্গিক প্রেক্ষাপটে নতুন মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও অভিজ্ঞতার আলোকে মূল ধারার রাজনীতিতে বহুমাত্রিকতা যুক্ত করতে পারা।[১]

* সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার

পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রেক্ষাপটে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইনসভায় নারীর উপস্থিতি ছিল বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। আইনসভার সাধারণ আসন এবং সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্যের উপস্থিতি রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের অবস্থান তুলে ধরে। পাকিস্তান সময়ে (১৯৪৭-৭০) প্রাদেশিক আইনসভায় শুধু সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্যের উপস্থিতি লক্ষণীয়। কিন্তু আইনসভায় নিজ স্বার্থ এবং জাতীয় রাজনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের উপস্থিতি ছিল সরব। এসময় আইনসভায় বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পেশ, আলোচনা ও বিতর্কে অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে নারীরা নিজেদের রাজনীতি সচেতনতার পরিচয় দেয়। যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, পাকিস্তানে সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে ধীরে ধীরে আইনসভার ক্ষমতাকে সংকুচিত করে একটি শক্তিশালী কেন্দ্র ভিত্তিক রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার কাঠামো গঠন করা হয় এবং আইনসভাকে অধঃস্তন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়। এরূপ প্রেক্ষাপটে আইনসভায় নারীরা কতটুকু কার্যকর ভূমিকা রাখতে পেরেছিল বিশেষ করে জাতীয় রাজনীতি ও নিজ স্বার্থ সংরক্ষণে বর্তমান গবেষণায় সে-বিষয়েই আলোকপাত করা হয়েছে। কারণ পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালি নারী সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যবহুল গবেষণা হলেও প্রাদেশিক আইনসভায় নারীর ভূমিকা সম্পর্কিত গবেষণা প্রায় অনুপস্থিত। তাই স্বল্পালোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বর্তমান প্রবন্ধ রচনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রবন্ধে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইনসভার কাঠামো ও প্রকৃতি, আইনসভায় নারী সদস্যের সংখ্যা এবং তাদের নির্বাচন প্রক্রিয়া, তাদের রাজনৈতিক ও পারিবারিক অবস্থান। যা তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আলোকে তুলে ধরা হয়েছে। উক্ত বিষয়গুলোকে সামনে রেখে বর্তমান প্রবন্ধের সুস্পষ্ট গবেষণা প্রশ্নটি হলো– পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইনসভায় নারীর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক অবস্থান ও ভূমিকা কী ছিল? ইতিহাস গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করে আর্কাইভাল তথ্যাদি, সাক্ষাৎকার, আত্মজীবনী ইত্যাদি প্রাথমিক উৎসের ভিত্তিতে বর্তমান প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। তবে প্রবন্ধে কেবল পূর্ববাংলা প্রাদেশিক আইনসভা এবং সেখানে নারীর আংশগ্রহণ ও ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে। ফলে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের আলোচনা এখানে অনুপস্থিত।

বাঙালি নারীর আইনসভায় অংশগ্রহণের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, রাজনৈতিক সচেতনতা থেকেই তারা আইনসভায় অংশগ্রহণের দাবি তোলে। প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এ রাজনৈতিক সচেতনতা তৈরি হয় ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস গঠনের পর। ১৮৮৯ সালে বোম্বে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে প্রথম দু'জন বাঙালি নারী স্বর্ণকুমারী দেবী এবং কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় অংশগ্রহণ করে।[২] পরবর্তীতে রাজনীতিতে নারীরদের এ সম্পৃক্ততা বাড়তে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ১৮৮৯ সালে বোম্বে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে যেখানে মাত্র দু'জন বাঙালি নারী প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন, সেখানে ১৯০১ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে ২০০ জন নারী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।[৩] এভাবে ধীরে ধীরে একটি রাজনীতি সচেতন নারী সমাজের আবির্ভাব ঘটে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বিশ শতকের শুরুতেই নারীরা ভোটাধিকারের দাবি তোলে এবং ১৯২৩ সালে কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনে সর্বপ্রথম নারীরা ভোটাধিকার পায়। পরবর্তীতে ১৯২৫ সালে বঙ্গীয় আইনসভা নারী ভোটাধিকারকে অনুমোদন প্রদান করে। ১৯২৬ সালে বাংলায় নারীরা ভোটের অধিকার লাভ করে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ৬০ লক্ষ নারী ভোটাধিকার লাভ করে।[৪] এ বছর রাজ্য পরিষদে ১৫০টি

আসনে ৬টি ও কেন্দ্রীয় পরিষদে ২৫০টি আসনে ৯টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়।[৫] ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ও প্রদেশিক আইনসভার নির্বাচনে সংরক্ষিত আসনে বেশ কয়েকজন বাঙালি নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়ে আইনসভায় যোগদান করেন।[৬] নির্বাচিতদের মাঝে দেশভাগের পর পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে যোগদান করেন ঢাকা থেকে মুসলিম লীগ (মহিলা) প্রার্থী আনোয়ারা খাতুন এবং পাকিস্তান কংগ্রেস (মহিলা) প্রার্থী আশালতা সেন, চট্টগ্রাম থেকে পাকিস্তান কংগ্রেসের প্রার্থী নেলী সেনগুপ্ত।[৭]

এরূপ প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান রাষ্ট্রে শুরু থেকেই নারীদের মাঝে রাজনৈতিক সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়। এ সময় তাদের প্রত্যাশা ছিল পাকিস্তান হবে একটি সমতা ও ন্যায়ভিত্তিক রাষ্ট্র যেখানে নারী তার পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা ভোগ করবে। কিন্তু নবগঠিত রাষ্ট্রের শুরুতেই দেখা যায়, সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে গঠিত ৭৯ সদস্য বিশিষ্ট গণপরিষদে একজন নারীকেও সদস্য নির্বাচিত করা হয়নি।[৮] ফলে সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক অধিকার আদায়ে স্বাধীন রাষ্ট্রে নারী সমাজের মাঝে যে প্রত্যাশা জেগেছিল তা পূরণে শঙ্কা দেখা দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতে বাঙালি নারী প্রাদেশিক পরিষদে কতটুকু ভূমিকা রাখতে পেরেছিল তা সুস্পষ্ট হবে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদে তাদের সংখ্যা, অবস্থান এবং ভূমিকা তুলে ধরার মধ্যদিয়ে। এতদ্‌সংক্রান্ত আলোচনার প্রথমেই জানা প্রয়োজন পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইনসভার কাঠামো ও প্রকৃতি, যা নিম্নে আলোচনা করা হলো–

পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইনসভার কাঠামো ও প্রকৃতি

পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইনসভা ছিল ব্রিটিশ ভারত এবং পরবর্তী কালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের একটি প্রাদেশিক আইনসভা। দেশভাগের পর ১৯৪৭-৫৫ পর্যন্ত এটি পূর্ববঙ্গ আইনসভা ও ১৯৫৫-১৯৭০ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ নামে পরিচিত ছিল। এটি ছিল বঙ্গীয় আইন পরিষদ ও বঙ্গীয় আইনসভার উত্তরসূরি। যা দেশভাগের সময় পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মাঝে বিভক্ত হয়েছিল। এটি ছিল পাকিস্তানের বৃহত্তর প্রাদেশিক আইনসভা। ১৯৫৪ এবং ১৯৭০ সালে মাত্র দুবার এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যদিও ১৯৭০ সালের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়নি।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন এর অধীনে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে ২৫০ জন সদস্যের সমন্বয়ে প্রথম বঙ্গীয় আইনসভা (Bengal Legislative Assembly) গঠিত হয়। এর প্রথম অধিবেশন বসে কলকাতায় ৭ এপ্রিল ১৯৩৭ সালে। এ সময় পূর্বের তুলনায় ভোটাধিকার বৃদ্ধি করা হয়। *Bengal Electoral rules and regulation-1936* অনুযায়ী মোট জনগণের প্রায় ১৩ শতাংশ মানুষকে ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেওয়া হয়। এ সময়ই বাংলায় প্রথম নারীদের জন্য মনোনয়ন প্রথা বাতিল করে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত আসন সংরক্ষণ করা হয়।[৯] পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালে। এই নির্বাচনে ১২৩ টি মুসলিম আসনের মধ্যে ১১৬ টি আসন মুসলিম লীগ লাভ করে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে অবিভক্ত বাংলার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে ১২ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।[১০] এটিই ছিল অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ মন্ত্রীসভা। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে একটি ফেডারেল

কাঠামোতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট। প্রতিটি প্রদেশে প্রাদেশিক আইনসভা গঠিত হয় এবং *Provincial Legislative Assemble order-১৯৪৭* অনুসারে ১৯৪৬ সালের নির্বাচিত সদস্যগণ ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সাল থেকে পূর্ববঙ্গ আইনসভার সদস্যে পরিণত হয়। তবে দেশভাগের পর অবিভক্ত বঙ্গীয় আইনসভার সদস্যদের মধ্যে যারা পূর্ববঙ্গ পরিষদে যোগ দেবার ইচ্ছা পোষণ করেন তাদের নিয়েই গঠিত হয় পূর্ববঙ্গ আইনসভা। এ সময় আসাম প্রাদেশিক পরিষদ হতেও পূর্ববঙ্গ আইনসভায় সদস্যগণ যোগদান করেন। পূর্ববঙ্গ আইনসভার মোট সদস্য ছিলো ১৭১ জন। এ সদস্যরা M.L.A (Member of Legislative Assembly) হিসেবে পরিচিত ছিলেন। এটি ছিল একটি এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ স্যার ফেডারিক বোর্নকে (ব্রিটিশ নাগরিক) পূর্ব বাংলার প্রথম গভর্নর নিযুক্ত করেন। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী গভর্নর আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করতে, মুলতুবি রাখতে এবং প্রয়োজন বোধে ভেঙ্গে দিতে পারতেন। নবগঠিত পূর্ববঙ্গ আইনসভার প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৪৮ সালের ১৫ মার্চ। খাজা নাজিমুদ্দিনের নেতৃত্বে ১৯৪৯ এর ১৪ আগস্ট পূর্ব বাংলার প্রথম মন্ত্রীসভা গঠিত হয়।[১১]

পূর্ববঙ্গ আইনসভার পরবর্তী নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালের মার্চে।[১২] নির্বাচনের পর ১৯৫৫ সালের ৫ আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। পরবর্তীতে ১৯৫৬ সালের সংবিধান অনুযায়ী প্রতি প্রদেশে এককক্ষ বিশিষ্ট প্রাদেশিক আইনসভা গঠিত হয়। এর আসন সংখ্যা ছিল ৩০০ জন তবে পরবর্তী ১০ বছরের জন্য আরও ১০ টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। প্রদেশের জন্য সংরক্ষিত তালিকাভুক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ছিল প্রাদেশিক আইন পরিষদের।[১৩] পরিষদের মেয়াদ ৫ বছর এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় একটি সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম লীগ ও কেন্দ্রীয় সরকারের চক্রান্ত এবং যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলোর অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও সংখ্যালঘু পরিষদ সদস্যদের বারবার সমর্থন পরিবর্তনের কারণে কোনো স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। ১৯৫৪-৫৮ পর্যন্ত সময়ে সাতটি মন্ত্রীসভার পতন ঘটে এবং তিনবার গভর্নরের শাসন জারি করা হয়। ফলে নির্বাচিত প্রতিনিধিবৃন্দ নিজেদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থের কারণে সঠিকভাবে কাজ করতে পারেনি। এদিকে ১৯৫৯ সালের মার্চে নির্বাচন কমিশন সাধারণ নির্বাচনের সম্ভাব্য সময় ঘোষণা করে। এরূপ পরিস্থিতিতে ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে ১৯৫৬ সালের সংবিধান বিলুপ্ত করেন এবং জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ ভেঙে দেন। থেমে যায় গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রা।[১৪]

এরপর আইয়ুব খান ক্ষমতায় এসে ১৯৬২ সালে পাকিস্তানের জন্য নতুন সংবিধান প্রণয়ন করেন। যেখানে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সমন্বয়ে একটি এক-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তন করা হয়। একই সাথে আইনসভার ক্ষমতাকে সংকুচিত করে একটি শক্তিশালী কেন্দ্র ভিত্তিক রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার কাঠামো গঠন করা হয়। জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্ধারণ করা হয় ১৫৬ জন, তার মাঝে সংরক্ষিত ৬ টি নারী আসন। এর মাঝে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ছিল ৩ টি সংরক্ষিত

নারী আসন। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য সংখ্যা নির্ধারণ করা হয় ১৫৫ জন, এর মাঝে সংরক্ষিত নারী আসন ৫ টি। এ কাঠামোতে ২টি নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬২ এবং ১৯৬৫ সালে।[১৫] এছাড়া প্রতিটি প্রদেশের নির্বাহী প্রধান ছিলেন গভর্নর যিনি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হতেন। তাকে সাহায্য করার জন্য মন্ত্রীপরিষদ ছিল। প্রাদেশিক পরিষদে গৃহীত বিলে গভর্নরের সম্মতির প্রয়োজন ছিল। তিনি কোনো বিলে সম্মতি দিতে পারতেন, নাকচ করতে পারতেন, পুনর্বিবেচনার জন্য প্রাদেশিক পরিষদে ফেরত পাঠাতে পারতেন; প্রাদেশিক অধিবেশন স্থগিত থাকাকালীন সময়ে অর্ডিন্যান্স জারি করতে পারতেন।[১৬] আইনসভার প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৬২ সালের ৯ জুন।[১৭] এ সাংবিধানিক কাঠামোতে পূর্ববঙ্গ আইনসভা ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ গঠনের ছিল।

প্রাদেশিক আইনসভায় নারী সদস্য সংখ্যা, দলীয় অবস্থান এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া

আইনসভায় মোট সদস্যের বিপরীতে নারী সদস্যের আনুপাতিক হার, দলীয় অবস্থান এবং তাদের নির্বাচন প্রক্রিয়ার ওপর মূলত নির্ভর করে আইনসভায় নারীর ভূমিকা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববাংলা প্রাদেশিক পরিষদের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালে। এটি ছিল পূর্ব বাংলায় প্রাপ্ত বয়স্ক সকল নাগরিকের ভোট দানের ভিত্তিতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন। ফলে এ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে নারীদের প্রত্যাশাও ছিল অনেক। নির্বাচনের পূর্বে ১৯৫৩ সালে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক দলগুলো একটি জোট গঠন করে যুক্তফ্রন্ট নামে।[১৮] ১৯৫১ সালের আদমশুমারির ভিত্তিতে আসন বণ্টন করা হয়। আনুমানিক ১লক্ষ ৪০হাজার অধিবাসীর জন্য একটি আসন নির্দিষ্ট করা হয়। সে হিসেবে মোট ৩০৯টি আসন ছিল। নারীদের জন্য সংরক্ষিত আসন ছিল ১২টি। সম্প্রদায় ভিত্তিক আসন বণ্টনে দেখা যায়,

মুসলমান আসন	– ২৩৭টি (৯টি সংরক্ষিত নারী আসন)
সাধারণ (বর্ণ হিন্দুসহ)	– ৩১টি (১)
তফসিলি জাতি হিন্দু	– ৩৮টি (২)
বৌদ্ধ	– ২টি
খ্রিষ্টান	– ১টি

মোট– ৩০৯টি (১২টি সংরক্ষিত নারী আসন)[১৯]

এ সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যরা নারীদের ভোটে নির্বাচিত হতেন। তবে নির্বাচনে কেবলমাত্র মিউনিসিপ্যাল এলাকার নারীদেরই ভোটদানের অধিকার ছিল।[২০] অর্থাৎ মিউনিসিপ্যাল এলাকায় বসবাসরত নারী ভোটারদের প্রত্যেকের ভোট ছিল ২টি। একটি সংরক্ষিত আসনের নারী প্রার্থীর জন্য, অন্যটি নিজ সম্প্রদায়ের সাধারণ (পুরুষ/নারী) প্রার্থীর জন্য। মফস্বল এলাকায় বসবাসরত নারী ভোটারদের ভোট ছিল ১টি নিজ সম্প্রদায়ের পুরুষ অথবা নারী প্রার্থীর জন্য। তবে সংরক্ষিত আসন ছাড়াও সাধারণ আসনে নারী প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন। সাধারণ আসনে একমাত্র কামিনি ঘোষ অমুসলিম (সাধারণ) আসনে চট্রগ্রাম দক্ষিণ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে

অংশগ্রহণ করেন।[২১] এ নির্বাচনে মুসলিম নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৯টি আসনে ৩৭ জন নারী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দিতা করেন।[২২] নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত ৯টি আসনে নির্বাচিত প্রার্থীগণ ছিলেন, দৌলতুন্নেছা খাতুন, সেলিনা বানু, বদরুন্নেছা আহমেদ, রাজিয়া বানু, বেগম আনোয়ারা খাতুন, বেগম নুরজাহান মোর্শেদ, মেহেরুন্নেসা খাতুন, আমেনা বেগম এবং বেগম তোহফাতুন্নেছা আজিম। অমুসলিম (সাধারণ) মহিলা আসনে নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন জাতীয় কংগ্রেস দলীয় প্রার্থী নেলী সেনগুপ্ত। তফসিলি মহিলা আসনের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন বিন্দুবাসিনী সরকার এবং নিবেদীতা মণ্ডল।[২৩] তবে নির্বাচনের পর ১৪ সদস্য বিশিষ্ট যে মন্ত্রীসভা গঠন করা হয় সেখানে কোনো নারী সদস্য ছিল না।[২৪] অর্থাৎ সাধারণ আসনে কোনো নারী সদস্য নেই একই সাথে মন্ত্রীসভাতেও নারী সদস্য রাখা হয়নি। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে বহুল প্রতীক্ষিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের শুরুতে নীতি নির্ধারণী সভায় নারীদের অংশগ্রহণ ছিল সীমিত।

এরপর ১৯৬২ সালের নির্বাচন হয় মূলত আইয়ুব খান প্রদত্ত সাংবিধানিক ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে। যেখানে শাসনতন্ত্র কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৬২ সালের ৬ মে মৌলিক গণতন্ত্রের আওতায় প্রাদেশিক পরিষদের পরোক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৬২ সালে মৌলিক গণতন্ত্রীদের ভোটে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় যারা প্রার্থী হয়েছিলেন তারা সকলেই পরিচিত কোনো দলের সাথে সম্পৃক্ত থাকলেও দলীয় পরিচয়ে নির্বাচন করতে পারেননি। কারণ তখন সকল রাজনৈতিক দল ছিল নিষিদ্ধ। এ নির্বাচনে পূর্ব বাংলা থেকে জাতীয় পরিষদে ৮ জন ও প্রাদেশিক পরিষদে ১৬ জন নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।[২৫]

এ সময় সর্বস্তরের নারীদের ভোটাধিকার ও ক্ষমতাকে সংকুচিত করা হয়। কারণ ১৯৫৬ সালের সংবিধানে প্রাপ্ত নারীদের ভোটে নারী সদস্য নির্বাচনের অধিকার ১৯৬২ সালের সংবিধানে বাতিল হয়ে যায়। এ সংরক্ষিত আসনে রাষ্ট্রপতি দ্বারা প্রার্থী মনোনয়নের নীতি গৃহীত হয়।[২৬] আইয়ুব খানের শাসনামলে একই কাঠামোয় দ্বিতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৫ সালে। ১৯৬২ সালের প্রাদেশিক আইনসভায় সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচিত সদস্যগণ ছিলেন, বেগম শামসুন্নাহার, বেগম আখতার জাহান খান, খালেদা হাবিব, তোহফাতুন্নেছা আজিম, আয়েশা সরদার।[২৭] ১৯৬৫ সালের প্রাদেশিক আইনসভায় সংরক্ষিত নারী আসনের নির্বাচিত সদস্যগণ ছিলেন, বেগম হামিদা চৌধুরী, বেগম আয়েশা সরদার, বেগম আখতার জাহান খান, বেগম খালেদা হাবিব, নুরজাহান বেগম। এরা ছিলেন মুসলিম লীগ (কনভেনশন) দলীয় সদস্য এবং পরিষদের সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত।[২৮] ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের পতনের পর ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় এসে ঘোষণা দেন প্রাপ্তবয়স্কদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।[২৯] সে অনুযায়ী ১৯৭০ সালের অক্টোবরে জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় নির্ধারণ করা হয়। আইনগত কাঠামো আদেশ অনুযায়ী পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ৩১৩ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়। এর মাঝে ১৩টি আসন নারীদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। ৩১৩টি আসনের মাঝে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত ছিল ১৬২টি ও সংরক্ষিত নারী আসন ৭টি। তবে নারীরা সাধারণ আসনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারতেন। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিল ৩০৪ জন

তার মধ্যে ১০ জন নারী। জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সদস্যগণ নিজ নিজ প্রদেশের সংরক্ষিত নারী আসনের প্রার্থীগণকে নির্বাচিত করবেন। প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ সেই প্রদেশের জন্য সংরক্ষিত নারী আসনের প্রার্থীগণকে নির্বাচিত করবেন।[৩০] এ ব্যবস্থায় নারীদের রাজনৈতিক অধিকার খর্ব হয় কারণ তারা নির্বাচিত হচ্ছেন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা। তাই নারীরা এ সময় তাদের রাজনৈতিক অধিকার রক্ষায় পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি বাতিলের দাবি জানান।[৩১] এ সময় সংরক্ষিত আসন ছাড়াও সাধারণ আসনে নারীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। কিন্তু বাস্তবতায় দেখা যায় ১৯৭০ সালে সর্বোচ্চ জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ৩ জন ও প্রাদেশিক পরিষদে ২ জন নারী প্রার্থী সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এছাড়া ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আসন ভিত্তিক নারী প্রার্থীদের দলীয় পরিচিতি ও ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নির্বাচনে নারী প্রার্থীদের অধিকাংশই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন।[৩২]

প্রাদেশিক আইনসভায় নারী সদস্যরা সংরক্ষিত আসন থেকে অংশগ্রহণ করলেও উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখা যায় এ সংখ্যাও খুব কম। ১৯৪৭-১৯৭০ সময়কালে পাকিস্তানের বিভিন্ন আইন পরিষদে নারীদের সংরক্ষিত আসনের আনুপাতিক হার নিম্নরূপ :

সংরক্ষিত নারী আসনের আনুপাতিক হার

বিভিন্ন সালে অনুষ্ঠিত আইন পরিষদ নির্বাচন	জাতীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ	মোট আসন	সংরক্ষিত নারী আসন	আনুপাতিক হার (%)
১৯৫৪	পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদ	৩০৯	১২	৪
১৯৬২ ও ১৯৬৫	জাতীয় পরিষদ	১৫৬	৬	৩.৮৫
	পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদ	১৫৫	৫	৩.২২
১৯৭০	জাতীয় পরিষদ	৩১৩	১৩	৪.১৫
	পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদ	৩০৪	১০	৩.২৯

উৎস: *Report on the Election to East Bengal Legislative Assembly*, Govt. of the east Bengal Home Department, constitution and Election Branch.

উপরের টেবিলে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় যে, ১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে নারীদের আনুপাতিক হার ছিল সর্বোচ্চ ৪.১৫%। কিন্তু এটিও আইন পরিষদে নারীর সংকীর্ণ অংশগ্রহণকেই নির্দেশ করে যদিও ১৯৭০ সালের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়নি।

প্রাদেশিক আইনসভায় নারী সদস্যের বক্তব্য ও প্রশাসনিক কার্যক্রম

আইনসভায় নারীর ভূমিকা মূল্যায়নে পরিষদে সদস্যদের বক্তব্য ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বিশ্লেষণ বিশেষ প্রয়োজন। ১৯৪৭-১৯৫৫ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ আইনসভা ও ১৯৫৫-১৯৭০ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ ছিল একটি এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। প্রাদেশিক আইনসভার কার্যাবলি ৩

ভাগে বিভক্ত ছিল যথা–(১) আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলি (২) শাসন সংক্রান্ত কার্যাবলি (৩) অর্থ সংক্রান্ত কার্যাবলি। প্রাদেশিক মন্ত্রীপরিষদের ওপর আইনসভার কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সদস্যগণ সরকারের দুর্বলতা প্রকাশ করা, নীতিসমূহ সমালোচনা করা, প্রশ্ন এবং সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপনের মাধ্যমে জনগণের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে আলোচনা করা, মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন এবং বাজেট সম্পর্কিত আলোচনা ও বিতর্ক প্রভৃতির মাধ্যমে প্রশাসনের ওপর নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করতে পারতেন। আইনসভা মন্ত্রীপরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারতো এবং অনাস্থা প্রস্তাব পরিষদে পাশ হলে মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করতে বাধ্য ছিল। প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে সদস্যরা শাসন বিভাগের বিভিন্ন ভুলভ্রান্তি তুলে ধরতেন। এছাড়া প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের ফলে নানা বিধি নিষেধ সত্ত্বেও প্রাদেশিক আইন সভার অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। কর ধার্য এবং তা বৃদ্ধি করা, ঋণ গ্রহণ করা, প্রাদেশিক রাজস্বের অর্থ ব্যয় নির্বাহ প্রভৃতি প্রস্তাব গভর্নরের পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষে আইন পরিষদে আলোচনা করা যেত। নতুন অর্থবছর শুরু হওয়ার পূর্বে ঐ বছরের জন্য বাজেট পরিকল্পনা পরিষদে পেশ করার ব্যবস্থা করা হতো। অর্থ সংক্রান্ত ভোট বহির্ভূত বিষয়ের ওপর আইন সভায় আলোচনা করা যেত। (আইনের ৭৮(৩) ধারায় ভোট বহির্ভূত বিষয়গুলো আলোচনা করা হয়েছে।)[৩৩] তবে গভর্নর ছিলেন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী। তিনি আইন সভার অধিবেশন আহ্বান করতেন, মুলতুবি রাখতেন এবং প্রয়োজন বোধে ভেঙেও দিতে পারতেন। এ সাংবিধানিক কাঠামোতে পূর্ব বাংলা প্রাদেশিক পরিষদের কার্যাবলি পরিচালিত হতো। নারী সংসদ সদস্যরা সকল আলোচনা ও সমালোচনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে অইনসভায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন। যা তাঁদের বক্তব্যের মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়।

(ক) আইনসভার প্রতিটি অধিবেশনেই প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল। রাষ্ট্রীয় বিষয়সংক্রান্ত কোনো তথ্য জানার উদ্দেশ্যে সদস্যগণ প্রশ্ন করতে পারতেন। ১৮৯২ সালে ইউনিয়ন কাউন্সিল অ্যাক্টের মাধ্যমে এ প্রশ্ন করার অধিকার জন্মে।[৩৪] নারী সদস্যরা এ প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণ করেছেন। পূর্ববঙ্গ আইনসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে চট্টগ্রাম আসনের সংসদ সদস্য নেলী সেনগুপ্ত মন্ত্রী বরাবর প্রশ্ন করেন, Will the Hon'ble Minister be pleased to State whether any rent has been paide for the requisitioned house?[৩৫] তৃতীয় অধিবেশনেও তিনি প্রশ্ন করেন। সমসাময়িক সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল পূর্ব বাংলার কুষ্টিয়া ও অন্যান্য জেলায় চিনি সংকট। এ বিষয়ে তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী বরাবর প্রশ্ন করেন–

> 'Will the Hon'ble Minister incharge of the civil supplies department aware of the fact that there is (a) scarcity of sugar in East Bengal specially in Kushtia district and (b) that a huge quantity of Sugar is lying in the godown of Carew and Co, at Darsana? (2) If the answer to (1) be the affirmative will the Hon'ble Minister be pleased to state the reasons thereof ?'
>
> (3) Will the Hon'ble Minister be further pleased to state whether government is considering the desirability of making immediate arrangement to distribute the stocks of sugar within the province?[৩৬]

এর উত্তরে বলেন, The Hon'ble Mr. S.M. Afzal: (1) (a) There is no scarcity now. (b) No. (2) Does not arise. (3) Arrangements for distribution already exit.[৩৭] একই সময় তিনি চট্টগ্রাম বিভাগের বিঘাপ্রতি মোট ধানের উৎপাদন, মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ এবং চট্টগ্রামের বাৎসরিক ধানের চাহিদা ইত্যাদি বিষয়ে জানতে কৃষি সমবায় এবং ত্রাণমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন করেন।[৩৮] এছাড়া ঢাকা জেলার মহিলা আসনের প্রতিনিধি মুসলিম লীগের সদস্য আনোয়ারা খাতুন বিদ্যাময়ী বালিকা বিদ্যালয় ময়মনসিংহের শিক্ষক কতজন প্রয়োজন, কতজন শিক্ষক পাকিস্তান ত্যাগ করে ভারতে গিয়েছে প্রভৃতি জানার জন্য প্রশ্ন করেন।[৩৯] চতুর্থ সেশনেও নেলী সেনগুপ্ত চট্টগ্রাম বিভাগের ২১টি থানায় কনস্টেবল সংখ্যা, অফিসার সংখ্যা, ১৫ আগস্টের পর কতজন সাব-ইন্সপেক্টর, সহকারী সাব-ইন্সপেক্টর, কনস্টেবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, তাদের মাঝে আবার মুসলিম ও অমুসলিমদের সংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে আইন সভায় প্রশ্ন উত্থাপন করেন।[৪০] চতুর্থ সেশনে তিনি একাধিক প্রশ্ন করেন।[৪১] পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের প্রথম অধিবেশনে মিসেস মেহেরুন্নেসা খাতুন (যুক্তফ্রন্ট (আওয়ামী লীগ) দলীয় সদস্য, তার নির্বাচনী এলাকা ময়মনসিংহ পৌরসভা। মুসলিম মহিলা আসন প্রতিনিধি।)[৪২] শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের জন্য সমঝোতা কর্মকর্তা নিয়োগ প্রসঙ্গে (Conciliation officer) তৎকালীন শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন,

> (1) will the minister-in-charge of the labour department be please to state. If it is a fact that the Pakistan planning Board opined that there should be at least conciliation officer for every one hundred industrial and commercial establishments? (2) If the answer to (i) above is in the affirmative will the minister be also please to state.
> (a) Whether any step has been taken by government in this regard.
> (b) Who are now entrusted to conciliation work under the Industrial Disputes Act.
> (c) If the labour officer are doing any major conciliation work and
> (d) If it is a fact the Rowland commission recommended that the conciliation work should be done by an officer no less than an Assistant Labour Commission?[৪৩]

এর উত্তরে বলেন, Mr. Sheikh Mujibar Rahman: (1) No. (2) (a) to (d) Do not arise.[৪৪] একই অধিবেশনে আমেনা বেগম (যুক্তফ্রন্ট (আওয়ামী লীগ) দলীয় প্রার্থী। তিনি ত্রিপুরা ও সিলেট পৌরসভা আসন থেকে মুসলিম মহিলা আসনে নির্বাচিত।) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে প্রশ্ন করেন কেন সিলেট কারিগরি বিদ্যালয়কে এখনো সরকারি ব্যবস্থাপনায় নেওয়া হয়নি? শেখ মুজিবুর রহমান এতে উত্তর দেন স্কুলটি সরাসরি সরকারের ব্যবস্থাপনাতেই রয়েছে।[৪৫] এভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে নারী সদস্যরা তথ্য সংগ্রহ, কোনো অভিযোগের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ, কোনো বিষয়ে সরকারকে বিব্রত করা প্রভৃত্তির মাধ্যমে নিজেদের রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় দেন।

(খ) আইনসভায় বাজেট উপস্থাপন, আলোচনা এবং ভোট গ্রহণের মাধ্যমে মূলত বাজেট পাস হয়। বাজেটের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দের পরিমাণ কমানো বা বাড়ানো, বরাদ্দ নাকচ প্রমুখ বিষয় সংক্রান্ত আলোচনায় নারীরা অংশগ্রহণ করেন। পূর্ববঙ্গ আইনসভার পঞ্চম অধিবেশনে ১৯৫১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি আনোয়ারা খাতুন বক্তব্য রাখেন। এখানে তিনি পাট বোর্ড গঠন এবং প্রদেশে শিল্প

কারখানা স্থাপনের দাবি তুলে শিল্প খাতে ব্যয় বাড়ানোর দাবি তোলেন। এছাড়া শরণার্থী সমস্যা, সাধারণ জনগণের স্বাস্থ্য সমস্যার কথাও তুলে ধরেন। তিনি তীব্র ভাষায় বাজেটে বিভিন্ন অসামঞ্জস্যতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তাঁর সমালোচনা ছিল এভাবে,

> ...বাজেটে দেখতে পাই যে আমাদের Hon'ble leader এবং Finance Minister এর বর্তমানের বালাই নেই। তিনি কেবল ভবিষ্যত নিয়েই ব্যস্ত। এবারকার বাজেট Shall be, will be তে ভরা। তিনি প্রথমেই আরম্ভ করেছেন Non-devaluation দিয়ে। ... এখানে Provincial Government-এর credit নিবার কিছু নাই। আমাদের দেশের লোকের পরণে কাপড় নাই, পেটে ভাত নাই, রোগে ঔষধ নাই, শিক্ষা-দিক্ষা কিছু নাই। সে সম্বন্ধে মন্ত্রী সাহেবদের চিন্তা করবার অবসর নাই। অথচ দরিদ্র দেশবাসীর উপর ট্যাক্সের পর ট্যাক্স চাপাচ্ছেন। যেমন– Sales tax, amunement tax, agricultural income tax, special tax ইত্যাদি।....[৪৬]

মিসেস আনোয়ারা খাতুন দশম অধিবেশনেও (১৯৫৩ সালের ২রা মার্চ) বাজেট আলোচনায় বক্তব্য রাখেন। এখানেও তিনি সরকারের সমালোচনা করেন। নারী শিক্ষা বিস্তারে ইডেন স্কুল, মেডিক্যাল কলেজ এবং কামরুন্নেসা স্কুলে হোস্টেল নির্মাণের দাবি করেন। ঘাটতি বাজেটেরও সমালোচনা করেন (২কোটি ৯০ লক্ষ টাকার ঘাটতি বাজেট)।[৪৭]

সামরিক সরকারের পেশকৃত বাজেট নিয়েও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন তৎকালীন সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যরা। সম্পূরক বাজেট (Supplymentary Budget) নিয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব, বাজেটে নতুন ব্যয় ইত্যাদি সম্পর্কিত আলোচনায় নারী সদস্যরা অংশ নেন। সংরক্ষিত নারী আসন ৪-এর প্রতিনিধি তোহফাতুন্নেছা আজিম পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের প্রথম অধিবেশনে ১৯৬৩ সালের ২৩ জানুয়ারি (supplymentary Budget) নিয়ে আলোচনা করেন।[৪৮] দ্বিতীয় অধিবেশনে রেলওয়ে বাজেট নিয়ে আলোচনায় অংশ নেন মহিলা-৫ আসনের নারী প্রতিনিধি হামিদুদ্দিন আহমেদ ও মহিলা-২ আসনের প্রতিনিধি বেগম আখতার জাহান খান। এর মাঝে আখতার জাহান খান বরিশালে রেল লাইন স্থাপনের দাবি করেন।[৪৯] এভাবে বাজেট আলোচনায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারী সদস্যগণ আইনসভায় বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

(গ) প্রাদেশিক তালিকাভুক্ত বিষয়ের ওপর এককভাবে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রাদেশিক আইন পরিষদের তবে সমগ্র পাকিস্তান সময়কালে এ ক্ষমতা নানাভাবে সংকুচিত ছিল। আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রদেশের ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ ছিল। যৌথ তালিকা বিষয়ে কেন্দ্র ও প্রদেশ উভয়েই আইন প্রণয়ন করতে পারতো। কিন্তু প্রাদেশিক আইন কেন্দ্রীয় আইনের পরিপন্থি হলে প্রাদেশিক আইন বাতিল বলে গণ্য হতো। ১৯৬২ সালের সামরিক শাসনামলের সংবিধানেও দেখা যায় প্রাদেশিক পরিষদে গৃহীত বিলে গভর্নরের সম্মতির প্রয়োজন ছিল। তিনি কোনো বিলে সম্মতি দিতে পারতেন, নাকচ করতে পারতেন, পুনর্বিবেচনার জন্য প্রাদেশিক পরিষদে ফেরত পাঠাতে পারতেন অথবা যে কোনো বিল জাতীয় পরিষদেও প্রেরণ করতে পারতেন।[৫০] আইনসভায় এ সকল বিলের ওপর আলোচনায় নারী সদস্যরা অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন বিল বা আইনের ওপর যে ভোটগ্রহণ হয় সেখানেও তারা অংশগ্রহণ করেন। *The Dacca University (East Bengal) Ammendment Bill, 1953*-এর ওপর আলোচনায় সংসদ সদস্য আনোয়ারা খাতুন তীব্র সমালোচনা করেন এবং বিল সংক্রান্ত বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন।[৫১] আবার ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের

দ্বিতীয় অধিবেশনে *The East Pakistan Revenue Recovery (Repeal) Ordinance, 1962* পাসের ক্ষেত্রে যে ভোটগ্রহণ শুরু হয় সেখানেও নারী সদস্যরা অংশ নেন।[৫২] ১৯৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের প্রথম অধিবেশনে *Public safety Act* বা নিরাপত্তা আইন নিয়ে সমালোচনা করেন মিসেস তোহফাতুন্নেছা আজিম ।[৫৩]

(গ) রাজনীতি সংশ্লিষ্ট বিষয় ছাড়াও নারীদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় যেমন– নারী শিক্ষার বিকাশে বরাদ্দ বৃদ্ধি, ছাত্রী হোস্টেল নির্মাণ, নারীদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, কর্মজীবী নারীদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ, নারীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে যানবাহনে আসন সংরক্ষণ করা, প্রসূতি নারীদের জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারী সদস্যরা আইনসভায় ছিলেন সরব। বিশেষ অনুদান, বিশেষ বরাদ্দ এবং উদ্বৃত্ত বাজেট আলোচনায় এ বিষয়গুলো প্রাধান্য পায়। নারীদের জন্য মেডিকেল কলেজ ও নার্সিং কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধির দাবি জানান মিসেস নুরজাহান বেগম (মুসলিমলীগ কনভেনশন-এর প্রার্থী, সংরক্ষিত মহিলা আসন ৫-এর নির্বাচিত প্রার্থী) ।[৫৪] গ্রামে Urban community project-এর প্রকল্প বাড়ানো, নারীদের উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ও শিডিউল কাস্ট নারীদের জন্য বৃত্তির বন্দোবস্ত করা, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে মহিলা শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদিও ছিল উল্লেখযোগ্য। এ সকল দাবি আদায়ে প্রয়োজনে অনশন ধর্মঘট করার মতো হুমকিও প্রদান করেন রাজিয়া বানু (মুসলিম মহিলা আসনের মনোনীত সদস্য। তিনি যুক্তফ্রন্ট (কে.এস.পি) দলের সদস্য)।[৫৫]

আবার বিভিন্ন সময় বাজেট বা বিভিন্ন বিষয়ে জেনারেল আলোচনায় সুযোগ কম পাওয়ায় স্পিকারের সঙ্গে বিতর্কে জড়ান নারী সদস্য দৌলতুন্নেছা খাতুন (মুসলিম মহিলা আসনের প্রতিনিধি। তিনি যুক্তফ্রন্ট (কে.এম.পি.) দলের প্রতিনিধি, তার নির্বাচনী এলাকা দিনাজপুর, রংপুর ও বগুড়া।)[৫৬] এছাড়াও নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকার উন্নয়নেও নারীরা বিশেষ বরাদ্দের দাবি তোলেন। নেলী সেনগুপ্ত নিজ এলাকা চট্টগ্রামের বন্যা কবলিত ও ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষ সহায়তা চান।[৫৭]

আইনসভায় নারী সদস্যরা বিভিন্ন দাবি দাওয়া পেশ, আলোচনা ও বিতর্কে অংশগ্রহণ ছাড়াও নানাবিধ প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেন। তারা এ সময় বিভিন্ন স্থায়ী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। যেমন–

১. তথ্য কমিটি (Committee of Information) বেগম আখতার জাহান খান,
২. ত্রাণ কমিটি (Committee of Relief) মিসেস হামিদউদ্দিন আহমেদ,
৩. জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো কমিটি (Committee of Bureau of National Reconstruction) মিসেস তোহফাতুন্নেছা আজিম।

এছাড়া সংসদীয় সচিব (Parliamentary Secretary)-এর দায়িত্ব পালন করেন মিসেস খালেদা হাবিব। তিনি ১৯৬২ সালে গঠিত পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের একাধিক অধিবেশনে এ দায়িত্ব পালন করেন জনাব মো. ফজলুর রহমানের পক্ষে।[৫৮] অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তিনি তার দায়িত্ব পালন করেন।

মূল্যায়ন : উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষাপটে দেখা যায়, পূর্ব বাংলার আইনসভায় নারীদের সরাসরি নির্বাচিত হওয়ার সংখ্যা সীমিত। ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে একমাত্র কামিনী ঘোষ অমুসলিম (সাধারণ) আসনে চট্টগ্রাম দক্ষিণ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এরপর ১৯৭০ সালে সর্বোচ্চ জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে ৩ জন ও প্রাদেশিক পরিষদে ২ জন নারী প্রার্থী সাধারণ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আসন ভিত্তিক নারী প্রার্থীদের দলীয় পরিচিতি ও ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নির্বাচনে সাধারণ আসনে নারী প্রার্থীদের অধিকাংশই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছেন।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দলীয় প্রার্থী মনোনয়নে নারী প্রার্থীরা প্রাধান্য পেয়েছেন কম। এরূপ পরিস্থিতিতে দলীয় মনোনয়নের বাইরে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারাও জয়ী হতে পরেননি। তবে কিছু ক্ষেত্রে মনোনয়ন অথবা বিশেষ ব্যবস্থা তথা সংরক্ষিত আসনে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পেয়েছিলেন তারা। কিন্তু পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে সংরক্ষিত আসনের নারী সদস্যরা প্রকৃত ক্ষমতার চর্চা করতে পারেননি। উল্লিখিত তথ্যের আলোকে দেখা যায়, পাকিস্তান রাষ্ট্রের বাস্তবতায় সংরক্ষিত আসন ব্যবস্থার নির্বাচন পদ্ধতি নারীর রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়নি। কারণ ১৯৫৪ সালের পর ১৯৬২'র সংবিধানের ২০ধারায় জাতীয় ও প্রদেশিক পরিষদে নারীদের জন্য সংরক্ষিত ৬টি আসনে রাষ্ট্রপতি মনোনয়নের নীতি গৃহীত হয়। এ নারী সদস্যরা তখন মূলত রাষ্ট্রপতির ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হতেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যগণ সংরক্ষিত নারী আসনের প্রার্থীগণকে নির্বাচিত করতেন। সাধারণ আসনে নির্বাচিত সদস্যের সকলে পুরুষ হওয়ায় সংরক্ষিত নারী আসনের সকল নারী সদস্য বাস্তবে পুরুষ সদস্যের দ্বারা নির্বাচিত হয়েছেন। ফলে অনেকেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্তি এবং রাজনৈতিক পটভূমি ছাড়াই নির্বাচিত হয়েছিলেন। আবার উত্তরাধিকার বা পারিবারিক সম্পর্কের সূত্রে অনেকের নির্বাচিত হওয়ার করণে প্রকৃত নারী আন্দোলনের সাথে জড়িত নারীরা বাদ পড়ে যান। অর্থাৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা নয়, দলের ওপর মহলের পৃষ্ঠপোষকতা ও সুপারিশ প্রার্থী মনোনয়নের মূলভিত্তি ছিল। ফলে তৃণমূল পর্যায়ের ভোট দাতাদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত না হওয়ায় সংরক্ষিত আসনের নারীদের ভোটারদের সাথে কোনো সংযোগ তৈরি হয়নি এবং মাঠ পর্যায়ের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও তারা অর্জন করতে পারেনি। খুব সামান্য ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম যে হয়নি এমন নয়, যেমন ১৯৫৪ সালে গঠিত পূর্ববঙ্গ আইনসভার সংরক্ষিত মুসলিম নারী আসনে সদস্য বদরুন্নেছা আহমেদ নির্বাচনের প্রচারণায় ভোটারদের সাথে যোগাযোগ করেছেন। এক্ষেত্রে তিনি অবশ্য পরিবারের পুরুষ সদস্যের সহযোগিতা পেয়েছেন। বদরুন্নেছা আহমেদ[৫৯]-এর কন্যা নাসরীন আহমাদ এক সাক্ষাৎকারে বলেন,

> 'আমার মা'র নির্বাচনী এলাকা ছিল কুষ্টিয়া। কুষ্টিয়া যেহেতু তার শ্বশুর বাড়ি তাই তিনি এখানেই তার নির্বাচনী এলাকা ঠিক করেন। বাবা তখন সিলেটে ফরেস্ট অফিসার। তাই তিনি নির্বাচনী প্রচারণায় যেতে পারেন নি। তবে আমার চাচারা সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছে'।[৬০]

মা'র কাছে শোনা গল্পের স্মৃতি চারণে তিনি আরো বলেন,

> 'আমি যখন ভোটের প্রচারণায় মেয়েদের বাড়ি বাড়ি যেতাম, তোমার চাচা তখন দূরে গাছ তলায় দাঁড়িয়ে থাকতো, কোন চায়ের দোকানে বসে থাকতো। এসময় তিনি তার ডিসপেনসারি বন্ধ করে আমার জন্য কাজ করেছেন'।[৬১]

আর্থাৎ এ ধরনের প্রগতিশীল পরিবারের নারীদের পক্ষেই তখন সম্ভব হয়েছিল পারিবারিক সহযোগিতায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার এবং আইনসভার সদস্য হওয়ার। সাধারণ নারীদের পক্ষে যা ছিল কল্পনা।

আবার সংরক্ষিত আসন থেকে নারীরা আইন সভায় প্রতিনিধিত্ব করলেও মন্ত্রিসভায় কোনো নারী সদস্য ছিল না, যার মধ্য দিয়ে নারীরা তাদের দাবি দাওয়া আইন পরিষদে তুলে ধরবে। এ সময় বিভিন্ন নারী সংগঠন কর্তৃক উথাপিত দাবিগুলোর মাঝে উল্লেখযোগ্য ছিল কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারে অন্তত দুইজন নারী মন্ত্রী নিয়োগ করা। শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীসভায় অন্তত একজন মন্ত্রী গ্রহণের দাবিকে জোরালো করতে নেতৃস্থানীয় নারীরা প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এবং গভর্নরের নিকট আবেদন করেও ব্যর্থ হন।

তবে আইন পরিষদে নারীদের উপস্থিতি কম হওয়া সত্ত্বেও তারা বিভিন্ন দাবি দাওয়া পেশ করেছেন, বাজেট আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন, প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিয়েছেন, বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন। কিন্তু নারীদের এ দাবিগুলো কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে তার ওপর নির্ভর করছে এর সফলতা। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, পাকিস্তান রাষ্ট্রে সংসদীয় গণতন্ত্রের চর্চা হয়নি। এক পর্যায়ে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার কাঠামো গঠন করা হয়। রাষ্ট্রপতিকে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করা হয়। প্রাদেশিক পরিষদের ওপর কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সময় প্রাদেশিক পরিষদের সরকারি সদস্যরা কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়নেই বেশি তৎপর ছিলেন। ফলে মৌলিক মানবাধিকার, নাগরিক অধিকার এবং আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ন্যায় বিরোধী দলের যৌক্তিক দাবিগুলো তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে পরিষদে বিল আকারে পাস করানো সম্ভব হয়নি। উপরন্তু সামরিক শাসনামলে এ অধিকারগুলোই হরণ করা হয়েছিল। অধিকন্তু নারী সদস্যরা ছিলেন সংরক্ষিত আসনের প্রতিনিধি এবং বেশিরভাগই ছিলেন বিরোধী দলীয় সদস্য। এছাড়া নারীদের মাঝে মন্ত্রী পর্যায়ে কেউ না থাকায় বিভিন্ন সময় তাদের দাবিগুলো গুরুত্ব হারায়। ফলে আইনসভায় প্রতিনিধিত্বকারী নারী সদস্যরা নিজ স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আইনসভায় উত্থাপন করলেও অনেক দাবিই আর অর্জিত হয়নি। আবার ১৯৫৮ সালে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমাবনতি এবং সামরিক আইন জারির পরিপ্রেক্ষিতে আইনসভায় গণতান্ত্রিকভাবে নারীদের প্রতিনিধিত্ব করার দাবি নিয়ে অগ্রসর হওয়ার সুযোগও হ্রাস পায়। ১৯৫৮-১৯৬৯ সাল পর্যন্ত সমগ্র আইয়ুব খানের শাসনামলে আইন প্রণয়নের রাজনীতিতে নারীসহ সকলের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে রাষ্ট্রে কুক্ষিগত। একই সাথে সংরক্ষিত নারী আসন থাকলেও তা আইনসভার পুরুষ সদস্যদের ভোটে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে আইন সভায় নারীর কার্যকর উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও এর মাধ্যমে শুধু তাদের রাজনৈতিক সচেতনতা ও কার্যক্রম বৃদ্ধি পায়। বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, উল্লিখিত নানা পদক্ষেপের মধ্যদিয়ে আসলে আইনসভা তথা নীতি নির্ধারণী পরিষদে নারীর অংশ গ্রহণ এবং তার সফলতার পথকেই সংকীর্ণ করা হয়েছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ *দৈনিক কালের কণ্ঠ*, ৩০ জানুয়ারি, ২০১৯

২ আরতি গঙ্গোপাধ্যায়, *বাংলার ইতিহাসে নারীর ভূমিকা ও সংগ্রাম*, গণউন্নয়ন পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ১৫৪

৩ মালেকা বেগম, *আমি নারী: তিনশ বছরের বাঙালি নারীর ইতিহাস*, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ৯৭

৪ অদিতি ফাল্গুনী, *বাংলার নারী: সংগ্রামী ঐতিহ্যের অনুসন্ধান*, ষ্টেপস টুওয়ার্ড ডেভেলপমেন্ট, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ৪৪

৫ Khawar Mumtaz and Farida Shaheed, *Women of Pakistan*, Zed Books Ltd., New Jersey, USA, 1987, p. 80

৬ নির্বাচিত নারীরা হলেন, হোসনে আরা বেগম (কলকাতা আসনের মুসলিম লীগের মুসলিম মহিলা আসনের প্রতিনিধি। তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), আনোয়ারা খাতুন (ঢাকা আসনের মুসলিম লীগের মুসলিম মহিলা আসনের প্রতিনিধি। তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), বিনা দাস (কলকাতা আসনের জাতীয় কংগ্রেসের অ-মুসলিম সাধারণ মহিলা আসনের প্রতিনিধি। তিনি নির্বাচনে ১৫,২৮৫ ভোট লাভ করেছিলেন), আশালতা সেন (ঢাকা আসনের জাতীয় কংগ্রেসের অ-মুসলিম সাধারণ মহিলা আসনের প্রতিনিধি। তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত), নেলী সেনগুপ্ত (চট্রগ্রাম থেকে জাতীয় কংগ্রেসের অ-মুসলিম সাধারণ আসনের প্রতিনিধি। তিনি নির্বাচনে ২৯,৩৭৬ ভোট লাভ করেছিলেন।) দিদারুল আলম ভূঁইয়া, *আইনসভা ও নির্বাচন: অবিভক্ত বাংলা থেকে বাংলাদেশ (১৮৬২-১৯৭২)*, রিসার্চ কাউন্সিল অব দ্যা বাংলাদেশ হিস্ট্রি, ২০২০, পৃ. ৯৯-১০৪

৭ Assembly proceedings, Official Report, *East Bengal Legislative Assembly*, 1948, 2nd session, Vol. II

৮ ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে নির্বাচিত যে সকল সদস্যের সংসদীয় এলাকা পাকিস্তানের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে পড়ে তাদের ভোটে গণপরিষদের সদস্য মনোনীত করা হয়। প্রতি দশ লক্ষ লোকের জন্য একজন গণপরিষদ সদস্য এ হিসাবে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হয় ৬৯ জন। পরবর্তীতে এ সদস্য সংখ্যা ৭৯ জনে বৃদ্ধি করা হয়। বিস্তারিত দেখুন: Keith Calland, *Pakistan: A Political Study*, London, George Allen and Unwin Ltd., 1958, p. 155

৯ দিদারুল আলম ভূঁইয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭১

১০ মোঃ হাবিবউল্লাহ বাহার, *পাকিস্তানের আঞ্চলিক বৈষম্য (১৯৪৭-১৯৬৯) : পার্লামেন্টের ভাষ্য*, বাংলা একাডেমি, ২০১৭, ঢাকা, পৃ. ২৯৭

১১ Assembly proceedings, Official Report, *East Bengal Legislative Assembly*, 1st session, Vol. 1, 1948

১২ পূর্ববঙ্গ আইনসভার প্রথম অধিবেশন ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ায় পাকিস্তান কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ৬১(২) নং ধারা সংশোধন করে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদের নির্বাচন ১৯৫২ সালের পরিবর্তে ১৯৫৩ সালে অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। পরবর্তীতে *The East Bengal Legislative Assembly Act, 1953* পাস করার মাধ্যমে পূর্ববাংলা প্রাদেশিক আইন পরিষদ-এর মেয়াদ আরও এক বছর বৃদ্ধি করা হয়। মোঃ হাবিবউল্লাহ বাহার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৯৮

১৩ বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, ঢাকা, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪৮৫-৫৭৬

১৪ মো. হাবিবউল্লাহ বাহার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩০২

১৫ দিদারুল আলম ভূঁইয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৪৫

১৬ মো. মাহবুবুর রহমান, *বাংলাদেশের ইতিহাস (১৯৪৭-৭১)*, সময় প্রকাশন, ২০০৩, পৃ. ১৬২

১৭ Assembly proceeding, official report, *East Pakistan Provincial Assembly*, 1962, 2nd session, Vol. XXΠ

১৮ যুক্তফ্রন্টের রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে আওয়ামী মুসলিম লীগ (পরে আওয়ামী লীগ), কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম, খেলাফতে রব্বানী পার্টি ছিল অন্যতম।

১৯ মো. মাহবুবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৫

২০ *দৈনিক আজাদ*, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৪

২১ মফিদা বেগম, *আওয়ামী লীগ রাজনীতি : নারী নেতৃত্ব (১৯৪৯-২০০৯)*, হাক্কানী পাবলিশার্স, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ৮৪

২২ *Report on the Election to the East Bengal Legislative Assembly 1954,* Dhaka Secretariat, Bangladesh Election Commission, May 1977.

২৩ *Ibid*

২৪ মফিদা বেগম, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৪

২৫ ১৯৬২ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদে পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত নারী সদস্যের আসন ভিত্তিক পরিচিতি (সদস্য ভোটে নির্বাচিত) :

আসন পরিচিতি	প্রার্থীদের নাম	প্রাপ্ত ভোট
নারী আসন-১	বেগম শামসুন্নাহার	১২
	বেগম হামিদা চৌধুরী	৮
	ডা. সাফিয়া সুলতানা	৬
	নূরজাহান আহমেদ	৪
	সৈয়দা আনোয়ারা	৩
নারী আসন-২	বেগম আখতার জাহান খান	১৫
	জিন্নাত বেগম	৬
	সুফিয়া আলম	০
	শওকত আরা আলম	০
	জিন্নাত আরা খানম	০
	বেগম আনোয়ারা খাতুন	০
নারী আসন-৩	খালেদা হাবিব	২৪
	ফাওজিয়া সামাদ	৮
নারী আসন-৪	তোহফাতুন্নেছা আজিম	বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত
নারী আসন-৫	বেগম মরিয়ম হাশিম উদ্দিন আহমেদ	১২
	আয়েশা সরদার	১৭

সূত্র: দিদারুল আলম ভূঁইয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫১-১৬১

২৬ Khawar Mumtaz and Farida Shaheed, *ibid*, p. 60

২৭ দিদারুল আলম ভূঁইয়া, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫১-১৬১

২৮ *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮০

২৯ জাতির উদ্দেশে দেওয়া প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ভাষণ; দেখুন : হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাঃ), *পূর্বোক্ত*, দ্বিতীয় খণ্ড, পটভূমি (১৯৫৮-১৯৭১), পৃ. ৪৮০-৪৮৪

৩০ মো.মাহবুবর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২১০-২১৫

৩১ *বেগম*, ২৬ এপ্রিল ১৯৭০

৩২ ১৯৭০ সালের প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে সাধারণ আসনের নারী প্রার্থীদের দলীয় পরিচিতি ও ফলাফল :

আসন পরিচিতি	প্রার্থীদের নাম ও দলীয় পরিচিতি	ফলাফল
রাজশাহী-৫	কাজিমদার ওয়াসিম উদ্দিন আহমেদ-আওয়ামী লীগ	৪২,৪৮২
	বেগম হামিদা চৌধুরী-স্বতন্ত্র	৫,৪৩৩
যশোর-৯	মোঃ মোশারফ হোসেন- আওয়ামী লীগ	৪৮,৩০৫
	বেগম আয়েশা সরদার-স্বতন্ত্র	৩,০২০

উৎস: *Report on General Election Pakistan, 1970-71,* Part 1, Islamabad, 1972.

৩৩ Available at- https://nulibrary.com%.Eo%.A7%.A7%....

৩৪ শওকত আরা হোসেন, *বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা (১৯২১-১৯৩৬) : অবিভক্ত বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, পরিজাত প্রকাশনী, ২০২৩, পৃ. ৯০

৩৫ Assembly proceedings, official report, *East Bengal Legislative Assembly*, Second session, 1948

৩৬ Assembly proceedings, official report, *East Bengal Legislative Assembly*, Third session, 22 March, 1949

৩৭. *Ibid*

৩৮ উত্তর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দেখুন, *ibid*

৩৯ *Ibid*

৪০ Assembly proceedings, official report, *East Bengal Legislative Assembly*, Fourth session, 30th November, 1949-50

৪১ বিস্তারিত জানতে দেখুন- Assembly proceedings, official report, *East Bengal Legislative Assembly*, Forth session, 1949, 29th November, 1949

৪২ *Report on the Election of East Bengal Legislative Assembly*, Govt. of East Bengal home Department, constitution and Election Branch, published by Bangladesh Election commission, 1977

৪৩ Assembly proceedings, 1957, official report, *East Pakistan Assembly*, first session, 19th March 1957, East Pakistan government press.

৪৪ *Ibid*

৪৫ *Report on the Election of East Bengal Legislative Assembly*, Govt. of East Bengal home Department, constitution and Election Branch, published by Bangladesh Election commission, 1977

৪৬ Assembly proceedings, official report, *East Bengal Legislative Assembly*, Fifth session, 27 February, 1951

৪৭ Assembly proceedings, official report, *East Bengal Legislative Assembly*, Tenth session, 2nd March 1953

৪৮ Assembly proceedings, official report, *East Pakistan provincial Assembly*, First session, 1963

৪৯ Assembly proceedings, official report, *East Pakistan provincial Assembly*, Second session, 12 June 1963.

৫০ মো. মাহবুবুর রহমান, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৬২

৫১ Assembly proceedings, official report, *East Bengal Legislative Assembly*, Eleventh session, 5th September 1953, Vol. XI, No. 2

৫২ Assembly proceedings, official report, *East Pakistan provincial Assembly*, second session, 1962, Vol. XXII

৫৩ Assembly proceedings, official report, *East Pakistan provincial Assembly*, First session, 1963, 28th January, Vol. XXIII

৫৪ Assembly proceeding, official report, *East Pakistan provincial Assembly*, Budget session, official report, 1964-1965, Vol. XXVI, No. 2

৫৫ Assembly proceedings, official report, *East Pakistan provincial Assembly*, First session, 22 March, 1957

৫৬ বিতর্ক বিস্তারিত দ্রষ্টব্যঃ Assembly proceedings, official report, *East Pakistan provincial Assembly*, First session, 19 March, 1957

৫৭ Assembly proceedings, official report, *East Bengal Legislative Assembly*, first session, Vol. 1, No. 2, 25 March 1948

৫৮ Assembly Proceedings, official report, *East Pakistan Provincial Assembly*, 1962, Vol. XXII, East Pakistan government press, Dacca.

৫৯ বদরুন্নেছা আহমেদ (৩ মার্চ ১৯২৪-২৫ মে ১৯৭৪) ছিলেন একজন প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ,সমাজকর্মী এবং শিক্ষাবিদ। তিনি তিনবার আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। প্রথম ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচনে কুষ্টিয়া থেকে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে পুনরায় এমএনএ নির্বাচিত হন। সর্বশেষ ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু মন্ত্রীসভায় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। বদরুন্নেছা আহমেদ সম্পর্কে জানতে দেখুন, নুরউদ্দিন আহম্মেদ, *জীবনের বনে বনে*, আগামী প্রকাশনী; উইকিপিডিয়া এবং প্রতীম আজীম, *বেগম বদরুন্নেছা আহমেদ যার নামে ঢাকার বদরুন্নেছা কলেজ*, দেখু: http://www.earki.com.

৬০ বদরুন্নেছা আহমেদ-এর কন্যা নাসরীন আহমাদ-এর সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকার গ্রহণ ১৮ মার্চ ২০২০

৬১ *ঐ*